মেহেরপুরে বিএনপির ও অঙ্গ - সংগঠনের লিফলেট বিতরণ

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে মেহেরপুরে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি। রবিবার (১৪ জানুয়ারি) কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলটির নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

রবিবার সকাল ৯ টার সময় বড়বাজার কাঁচাবাজার এলাকায় জেলা বিএনপি ও সহযোগী অংক সংগঠনের নেতাকর্মীরা এবং সকাল ১১ টার দিকে শহরের কোর্টমোড় এলাকায় জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের উদ্যোগে সড়কে থাকা সাধারণ মানুষ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে মিথ্যাচার

গত বছরের অক্টোবরে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তি করায় এক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে রংপুর সাইবার ট্রাইব্যুনালে। মামলাটি করেছে গাইবান্ধা পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি শেখ রোহিত হাসান রিন্টু। রংপুর সাইবার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক ড. আব্দুল মজিদ মামলাটি আমলে নিয়ে গাইবান্ধা সদর থানা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত আসামী গ্রেফতার হয়নি।

সম্প্রতি কুড়িগ্রামে জাতীয় পার্টির প্রার্থী পনির উদ্দিন আহমেদ এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে কটুক্তিমুলক বক্তব্য দেন। তবে সেক্ষেত্রে কোন মামলা হয়নি। এমন বক্তব্যের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে কুড়িগ্রাম জেলা যুবলীগ।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করেছেন পটুয়াখালী জেলা পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ আ’লীগ

নৌকা মার্কার প্রার্থীর উপজেলা শাখার নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম রনো। তার প্রতিবাদে গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আ’লীগের শ্রম উপকমিটির সদস্য কামরান শহীদ প্রিন্স মহব্বত তার নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন। এক্ষেত্রেও কোন মামলা হয়নি।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের ২০২৪ সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশ সরকার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সরকারের সমালোচনা করার জন্য মানুষকে গ্রেপ্তার করে ভিন্নমত দমন করেছে এবং সাধারণ নির্বাচনের আগে বিরোধী দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমন-পীড়ন ও সহিংসতার মাধ্যমে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের অঙ্গীকারকে ক্ষুন্ন করেছে। সরকার বরাবরই বাক স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছে। কারো বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত মামলা করেনি। মামলা হয়েছে ব্যক্তিপর্যায়ে। দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর ২৫ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি কোন ওয়েবসাইট কিংবা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ণু করে বা বিভ্রান্তি ছড়ায় কিংবা একই উদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা জানা থাকা সত্ত্বেও কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করতে সহায়তা করেন তাহলে সেটি অপরাধ। দেশের আইন অনুযায়ী যে কেউ মামলা করতে পারে। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের পর শেখ হাসিনা সরকার টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরে আসে। এই নির্বাচনের ওপরে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট প্রক্রিয়ায় আস্থা না থাকার কারণে প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছিল। অথচ বিএনপি এবং তাদের সহযোগী কয়েকটি দল নির্বাচন বর্জন করেছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার দাবিতে। বাংলাদেশের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কোন সুযোগ নেই। সেটি পুনরায় ফিরিয়ে আনতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া আর তাতে একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার বাধ্যবাধকতা থাকায় সংবিধান লঙ্ঘন করা হতো। এছাড়া পশ্চিমা কয়েকটি দেশ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আসা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এবং বিভিন্ন দেশ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলেছে। তাই হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই দাবিও মিথ্যা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ১০ লাখ

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন, চাঁদাবাজি, এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে। যা একেবারেই বানোয়াট। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। আর সেটি রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিজেদের মধ্যেই। অনেক গণমাধ্যমে এই বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এসেছে। অনেক আন্তর্জাতিক গনমাধ্যমেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। রোহিঙ্গাদের সরবরাহ করার জন্য অস্ত্রের কারখানাও ওই এলাকায় গড়ে তোলা হয়। স্থানীয় নাগরিকরা বরং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কারণে ওই এলাকায় আতংকে আছে।

কক্সবাজারের উখিয়ার রাজাপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবীর চৌধুরী জানান, আমরাই এখন আতঙ্কে থাকি। রোহিঙ্গারা আসার পর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি হয়েছে। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা চুরি, ডাকাতি, খুন, অপহরণ, মাদকসহ নানা ধরনের অপরাধে যুক্ত। এলাকার অনেক মানুষকে তারা অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করেছে। আমরা সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। আপাতত রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘিরে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি।

আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান, ২০১৭ সালের আগেও ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় মাদকের এত বিস্তার ছিল না। রোহিঙ্গারা আসার পর মাদকের বিস্তার বেড়েছে। আর এই মাদকের কারণে অস্ত্রের ব্যবহারও বাড়ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো সীমান্তের এত কাছে যে, অপরাধীরা কোনোভাবে সীমান্ত পার হলেই এদের ক্যাম্পে চলে আসে। আর কোন সন্ত্রাসী যদি ওই ক্যাম্পে একবার ঢুকে পড়ে তাহলে তাকে ধরা বেশ কঠিন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার নির্বাচনের আগে বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ৮ হাজারেরও বেশি নেতা ও সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে, যেন তাদেরকে প্রতিযোগিতায় অক্ষম করা যায় এবং বিরোধী নেতাদের অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা যায়- সে চেষ্টা করা হয়। এটি আরেকটি মিথ্যাচার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের। শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট মামলার প্রেক্ষিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তার মধ্যেও অনেকেই জামিনে বাইরে আছেন।

বাংলাদেশী মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, নিরাপত্তাবাহিনী ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ টিরও বেশি জোরপূর্বক গুমের ঘটনা ঘটিয়েছে এবং প্রায় ১০০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকরা হেফাজতে

নির্যাতনের অভিযোগের উদ্বেগজনক বৃদ্ধিও লক্ষ্য করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার র্যা পিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নামক একটি সশস্ত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় নিয়ে আসার পর জোরপূর্বক গুম হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এটি আরেকটি মিথ্যাচার। বাংলাদেশে ‘জোর করে গুমের’ শিকার ৭৬ ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। কিন্তু এই তালিকা প্রশ্নবিদ্ধ করছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটির গ্রহণযোগ্যতাকে। তালিকায় থাকা ৭৬ জনের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে বসবাস করছে যার প্রমাণ মিলেছে। আবার অনেক তালিকাভুক্ত পলাতক আসামির নাম রয়েছে এখানে। যার কারণে যেই এনজিওগুলোর ওপর নির্ভর করে জাতিসংঘের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে, সেই এনজিওসহ প্রশ্ন উঠছে খোদ জাতিসংঘের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্ন তুলেছেন জাতিসংঘের তালিকা নিয়ে। তিনি বলেছেন, জাতিসংঘ তাহলে তদন্ত করে না কেন? ভয়েজ অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন, এ রকম অভিযোগ অনেকে অনেক কিছু দেয় কিন্তু তার কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। কোনো নাম দিতে পারে না, কোনো কিছুই দিতে পারে না।

‘অনেক সময় দেখা যায়, বলা হচ্ছে অমুক লোক নাই কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সে ঠিকই জীবিত আছে। আবার কেউ অনেক সময় নিজেরাই পালায়। অনেক সময় ধার-কর্য করে নিজেরাই লুকিয়ে পড়ে; সে ধরনের ঘটনাও আছে। প্রত্যেকটা কিন্তু খোঁজ করে বের করা হচ্ছে,’ বলেন শেখ হাসিনা।

তিনি আরও বলেন, ‘যেখানে এতগুলো নাম দেওয়া হলো, তার মধ্যে কয়েকটা ঘটনাই পাওয়া গেছে সত্য। সেগুলোর সম্পর্কে ঠিকই রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। আর রিপোর্ট দেওয়া হলো না কেন নিজেরা তারা তদন্ত করে দেখুক। নিজেরা তদন্ত করে না কেন, সেটাই তো আমার প্রশ্ন। সেটা করুক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি, নজরদারি এবং আটক করা হচ্ছে। অথচ শুধুমাত্র মিথ্যা তথ্য প্রচার করার জন্য মানবাধিকার কর্মী আদিলুর এবং নাসিরউদ্দিন এলানকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতেও প্রমান হয়েছে। আর তাতে আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। যদিও রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে এখন জামিনে বাইরে আছেন আদিলুর এবং এলান।

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে আনন্দবাস গ্রামের আহত সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলী মেনতা।
আজ শনিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বাজারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফেরদৌস আলী মেনতা তার বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন বিজয় লাভের পর আমরা স্থানীয় নেতাকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে নিয়ে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু করি।আনন্দ মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সমর্থক মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে সেখানে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে অবস্থান নেয়ে তাদের কর্মীরা। আমরা মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি। মিছিলের অধিকাংশ লোকজন চলে যাওয়ার পর জিয়া বিশ্বাস আমাকে ডেকে আমার গলা চেপে ধরে এসময় জয়নাল নামের একজন হাতুড়ি ও রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। জিয়া বিশ্বাস ও তার ছেলে আমাকে কিলঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তাদের ঘরের ছাদের উপর থেকে মিছিলে অংশ নেওয়া আমাদের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ফায়ার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এসময় মিছিলে অংশ নেয়া অসংখ্য কর্মী জখম হয়। এখনও আমাদের লোকজন চিকিৎসাধীন আছে। পরিকল্পিত ভাবে এই সহিংসতার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনসহ আনন্দবাস গ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভা

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের আয়োজনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী প্রীতি ভোজ ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রমিক লীগ দামুড়হুদা উপজেলা শাখা’র সাধারণ সম্পাদক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: শওকত আলী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, একতা হেয়ার প্রসেসিং কার্পাসডাঙ্গা শাখার সভাপতি হাসিবুজ্জামান শহিদ বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের খলিল শফিকুল, কৃষকলীগের আসাদুল, যুবলীগ নেতা ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের হিরক, শরিফুল ইসলাম মেশকাত, রতন, ছাত্রলীগের ফয়সাল, হাসিব, সাজ্জাদ মানিক, সেলিম, শাহজাহান, মাসুদ, আরিফুল, ওবাইদুল্লা, সাদিক, সাব্বির (০১), সাব্বির (০২), ফয়সাল, মেহেদী আসিফ, রকিবুল (০২)।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রকিবুল ইসলাম।

ফরহাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রী করায় মেহেরপুরে আনন্দ র্যালি

মেহেরপুর-১ আসনে ফরহাদ হোসেন এমপি কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ র্যালি করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ।

আজ শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুরের শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে আনন্দ র্যালি বের হয়ে মেহেরপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষীন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আনন্দ র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর সদর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, কুতুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক বাবুল আক্তার, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সহ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ছাত্রলীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন নবগঠিত মন্ত্রিসভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতা-কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরদিন শুক্রবার (১২জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত আসা নেতা-কর্মীরা কেদারগন্জ বাজারে জমায়েত হয়।

বিকাল ৫টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার নেতৃত্বে আনন্দ র্যালীটি মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনও মিছিলে অংশ নেয়।এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান মতিন,সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলু সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, সরকারের গত মেয়াদে ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নতুন সরকারে এসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফরহাদ হোসেনসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ

হোসেন নৌকা প্রতিক নিয়ে টানা তৃতীয়বার মেহেরপুর ১ আসন থেকে জয়লাভ করেন। ফরহাদ হোসেনের পিতা মোহাম্মদ সহিউদ্দিন বিশ্বাস (১৯২৩-২১ মার্চ ১৯৯০) বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০২২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পূর্ণমন্ত্রী হলেন ফরহাদ হোসেন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের জন্য ৩৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়েছে। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন। এর আগে তিনি একই মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন ফরহাদ হোসেন। টানা তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন ১৯৭২ সালের ৫ জুন মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর সদর উপজেলার বোসপাড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছহিউদ্দীন বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ২০২২ সালে ছহিউদ্দিনকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ফরহাদ হোসেন বিএল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন করেন। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ২০১৪ সালে নৌকা প্রতীক নিয়ে মেহেরপুর-১ আসনে জয়লাভ করেন। পরে ২০১৮ সালে জয়লাভ করলে বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মিলপাড়ায় জেলা শ্রমিকলীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক কেন্দ্র কমিটির সদস্য জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক খান, মোতালেব হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের যুগ্ন আহবায়ক রবিউল ইসলাম, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে

ফিরে আসার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সবকিছুই অনিশ্চিত ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করেছেন। ওই সময়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। বলা হয়েছে- বাংলাদেশ যদি উন্নয়ন করতে পারে তাহলে বিশ্বে আর কোনো দেশে উন্নয়ন অসম্ভব হবে না। তেমনই একটি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে সকল আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে পুনর্গঠন করেছেন বঙ্গবন্ধু। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব না দিলে অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হত না। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা সহসা দেশে প্রত্যাবর্তন করত না। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন লাভ করেছে তার কোনোটিই অর্জিত হত না।’

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তারই সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছেন।

আলমডাঙ্গা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ পত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৯ টায় দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা, দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়। বেলা সাড়ে ১০টায় দলীয় কার্যালয়ে আওয়ামীলীগ অফিসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি।

তিনি বলেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা বাঙ্গালীদের হত্যা করতে অপারেশন সার্চলাইট নামে হত্যা জজ্ঞ চালায়। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে গৃহবন্দি করে রাখে।বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন পাকিস্থানীরা তাকে হত্যা করতে টারে,বা আটক করতে পারে। তাই তিনি স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র লিখে পাঠিয়ে দেন। ২৬ তারিখে বঙ্গবন্ধুকে সেনাবাহিনি আটক করে নিয়ে যান।সেদিন চট্রগ্রাম কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতার ঘোষনা পাঠ করেন আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল হান্নান। পরবর্তিতে মেজর জিয়াকে দিয়েও ঘোষনাটি পাঠ কারনো হয়েছিল। এর পর দীর্ঘ ৯ মাস বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্থানের কারাগারে বন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে।তাকে কয়েকবার হত্যা করার পরিকল্পনা করার পরও হত্যা করতে পারে নি।এর পর দেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধুকে পাক সেনারা মুক্তি দিলে প্রথমে লন্ডনে,পরে ভারত হয়ে ১০, জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দেশের মাটি তার মাথায় মাখেন।বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে এবং এই দেশের মানুশকে কতভাল বাসতেন তা বলে বোঝানো যাবে না।

অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম,কাজী খালেদুর রহমান অরুন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, আনিসুজ্জামান মল্লিক, শাহ আলম মন্টু, হামিদুল ইসলাম আজম। উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টারের উপস্থাপনায়,বক্তব্য রাখেন পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা,দপ্তর সম্পাদক উৎপল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামীলীগ নেতা সোনা মিয়া,, জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার মজিবুল হক, দ্বীনেশ কুমার, জহুরুল হক স্বপন, সরোয়ার হোসেন, শহিদুল ইসলাম,আব্দুল মালেক,যুবলীগ নেতা মনিরুজ্জামান হিটু,সয়ফাল,পাপন রহমান,আবু ডালিম, আব্দুর রশিদ, পিয়ার মোহাম্মদ কচি, মহাসিন কামাল, যুবলীগ নেতা আসাবুল হক ডিটু, সৈকত খান, পৌর ছাত্রলীগের সম্পাদক নাহিদ হাসান তমাল, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা হাসানুজ্জামান, আব্দুল্লাহ আল হোসাঈদ বাদশা, ইছানুর কবীর, সাকিব, সৈকত, সুরুজ, রকি, হাসান, সজিব, পিয়াস, রোমান।

এছাড়াও শ্রমিক নেতা রিয়াজ উদ্দিন,আব্দুল কুদ্দুস,আমিরুল

ইসলাম,শাহাবুল হক, চুন্নু মিয়া, চপল মুন্সি, সেলিম,বঙ্গবন্ধু পরিষদের মানোয়ার হোসেন প্রমুখ। পরে দোয়া পরিচালনা করা হয়েছে। সাবেক পৌর কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম, মামুন অর রশিদ হাসান। উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক শাহিন রেজা শাহিন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, যুবলীগ নেতা আসাদুল হক ডিটু,নেছার আহমেদ প্রিন্স, আরিফুল ইসলাম, বাইতুল, টাইগার, আনিস, রায়হান, সেলিম রেজা, ফারুক, রাজু, সুমন, হারুন অর রশিদ,সজিব, নিশান, সাইফুল, রফিকুল, রনি, সজিব, সনি প্রমুখ। পরে তবারক বিতরন করা হয়।

এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রী কলেজ ও মহিলা ডিগ্রী কলেজে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার শপথ নিতে ফোন পেলেন ফরহাদ হোসেন

নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ নেওয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অনেকেই ইতিমধ্যে ফোন পেয়েছেন তার ভিতরে ফোন পেয়েছেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

আজ বুধবার (১০ জানুয়ারি) রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন ফোন দেওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন।

মো. মাহবুব হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীসহ ২৫ পূর্ণমন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী তালিকা পেয়েছি। তাদেরকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আগামীকাল সন্ধ্যা ৭টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকার জন্য বলেছি।

এছাড়াও নতুন মন্ত্রীদের আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গণভবনে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর ১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে ৯৪৩০৩ ভোট পেয়ে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য

[illegible]

[illegible]